রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক চিত্র

নরনারায়ণী

RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর

রোমাঞ্চকর পৌরাণিক-চিত্র

নর নারায়ণ

কাহিনী :
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পী :
যতীন দাস
শব্দযন্ত্রী :
নৃপেন পাল
ভূপেন ঘোষ

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগ
হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
এই পুস্তিকাখানি সম্পাদিত : : :

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী : ফোন : বি, বি, ১১৩ :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

ভূমিকায়

সত্যভামা	...	শ্রীমতী শীলা হালদার
জাম্ববতী	...	শ্রীমতী রেণুকা রায়
জয়ন্তী	...	শ্রীমতী রাণীবালা
সত্রাজিৎ	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীকৃষ্ণ	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
অক্রুর	...	জহর গাঙ্গুলী
প্রসেন	...	রবি রায়
শতধন্বা	...	ভূমেন রায়
উদ্ধব	...	মৃণাল ঘোষ
জরাসন্ধ	...	মোহন ঘোষাল
জাম্ববান	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
কৃতবর্ম্মা		জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
বলরাম	...	সুকুমার মিত্র
সিংহবাহু	...	শ্যামনারায়ণ
সূচীমুখ	...	কুমার মিত্র,
সাত্যকি	...	ধীরেন পাত্র

এবং আরও শতাধিক নরনারী

অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ

ব্যবস্থাপক	...	যমুনাধর তোদি
	...	ও অভয় চ্যাটার্জ্জি
দৃশ্য-সজ্জা	...	শঙ্কর ঘুরাজী কাশ্‌কর
	...	ও রামচন্দ্র পাওয়ার
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	অবনী রায়
সম্পাদনা	...	অমর চট্টোপাধ্যায়
স্থির-চিত্র	...	ক্ষেত্রমোহন দে
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ	...	কুলেন্দ্র চৌধুরী
চিত্র-কার্য্য	...	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
	...	জ্যোতি রায় ও
	...	মণীন্দ্র সামন্ত
রূপসজ্জা		বসন্ত দত্ত, ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়
	...	ও মণি মিত্র
নৃত্য পরিচালনা	...	কুমার মিত্র
		ও তারক বাগ্‌চি

সহকারিগণ

প্রয়োগ-শিল্পী	...	সুকুমার মিত্র
আলোক-চিত্র	...	রাধিকা কর্ম্মকার
শব্দ-যন্ত্রী	...	হেমেন্দ্র রায়
রসায়নাগার		চণ্ডীচরণ শীল, রবীন দাস ও সুধীর ঘোষাল
সম্পাদনা	...	যামিনী নন্দন
প্রচার-শিল্পী		অজিত চট্টোপাধ্যায়

পর্ণাশ-রাজ সত্রাজিৎ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া সূর্য্যের নিকট হইতে লাভ করিলেন স্যমন্তক মণি—একমাত্র নর-দেহী পুরুষোত্তমই যার যোগ্য অধিকারী।

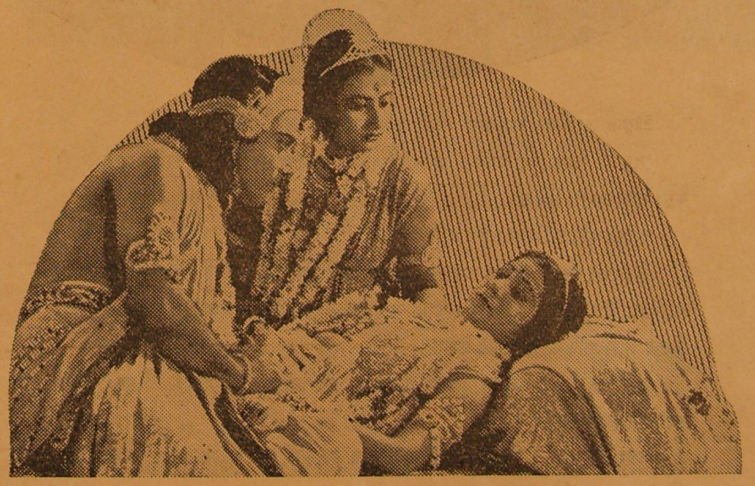

শ্রীকৃষ্ণ তার বন্ধু অক্রুরকে লইয়া সূর্য্যপীঠে আসিয়াছিলেন অর্ঘ দিতে।

সেখানে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল সত্রাজিতের সর্ব্বজন-প্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা সত্যভামার সহিত।

পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না।

শ্রীকৃষ্ণের শত নিষেধ সত্ত্বেও অক্রুর সত্রাজিতের কুটীরে গেল—সত্যভামার পাণি প্রার্থী হইয়া। কিন্তু সত্যভামা তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করায়, অক্রুরের সমস্ত বিদ্বেষ গিয়া পড়িল শ্রীকৃষ্ণের উপর।

তা পড়ুক, সত্যভামা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেন।

এবং তাহা না জানিয়াই সত্রাজিত তাঁহার বন্ধুপুত্র কৃতবর্ম্মার সহিত সত্যভামার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

ঐ সময় একদিন মগধরাজ জরাসন্ধ আসিলেন বিন্ধ্যাচল অধিপতি জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত মিতালী পাতাইবার অভিলাষ জানাইতে।

জাম্ববতী এক সর্ত্তে জরাসন্ধকে বিবাহ করিতে রাজী হইল : সত্রাজিতের নিকট হইতে অমূল্য স্যমন্তক মণি আনিয়া তাহাকে উপহার দিতে হইবে।

প্রগল্‌ভা সুন্দরী তরুণীর কথা শুনিয়া জরাসন্ধ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন এবং স্যমন্তক মণি হস্তগত করার তোড়-জোড় করিতে লাগিলেন।

এবং তাহাকে সাহায্য করিতেই যেন, সাহায্য ভিক্ষা করিতে আসিল যুবরাজ কৃতবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতধন্বা। শতধন্বা চায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্য এবং তার বাগ্‌দত্তা পত্নী সত্যভামাকে বিবাহ করিতে।

জরাসন্ধ শতধন্বাকে সৈন্য-সামন্ত দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইলেন এক সর্ত্তে :

ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়েই হোক্ সত্রাজিতের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি আনিয়া দিতে হইবে।

শতধন্বা রাজী হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে জরাসন্ধের বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া সত্রাজিতকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতমালা ঘিরিয়া ফেলিল।

অন্য উপায় না দেখিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত সত্রাজিত, কৃতবর্ম্মার যুক্তিমত, সূর্য্যপীঠে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, সত্রাজিতকে কেবল যে আশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নয়। প্রার্থনা বলে সূর্য্যদেবের অনন্ত জ্যোতি হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া জরাসন্ধের বিরাট বাহিনীকে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। শতধন্বা কোনও রকমে প্রাণ লইয়া বাঁচিল।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ, সত্রাজিত এবং সত্যভামাকে লইয়া দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পথে কৃতবর্ম্মার সহিত, সত্রাজিত, সত্যভামার আলাপ করাইয়া দিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমিকা মহাশক্তিরূপিনী সত্যভামাকে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা মাতৃসম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দ্বারকায় আসিয়া নগরীর সৌন্দর্য্যে, শ্রীকৃষ্ণের আদর আপ্যায়নে সত্যভামা হইলেন মুগ্ধ। কিন্তু সত্রাজিতের মনের সন্দেহ-বিষ গেল না—তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও মণি লোভী ভাবিলেন। তাই অনুজ প্রসেনকে দিয়া মণি তিনি সরাইয়া ফেলিলেন।

পথে জরাসন্ধের চর প্রসেনকে হত্যা করিয়া মণি হস্তগত করিল। এবং সেই চরও জাম্ববান কর্তৃক হত হইল। মণি গিয়া পড়িল জাম্ববানের হাতে।

মণির সন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন জাম্ববানের রাজ্যে। জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণকে মণি দিতে অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইল। শেষে রাজাকে পরাস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিলেন মণি এবং সেই সঙ্গে রাজকন্যা জাম্ববতীকে।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামার বিবাহোৎসবের সমারোহ দৃশ্য :

বিবাহের রাত্রে যখন রাজপুরীর অন্দর অসংখ্য পুর-নারীর কৌতুক-কোলাহলে মুখরিত এবং বহির্ঘাটীতেও যখন সহস্র-সহস্র রাজন্যবর্গের উচ্ছৃঙ্খল মাতনের জটলা আরম্ভ হইয়াছে তখন দুর্ব্বৃত্ত শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণ-বন্ধু অক্রুরের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

তাহার পর উৎসবান্তে সে-যে কেমন করিয়া নিদ্রামগ্ন রাজা সত্রাজিতকে হত্যা করিয়া মণি হস্তগত করিল এবং কেমন করিয়াই বা সদ্যবিবাহিত সত্যভামাকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া শেষে ধরা পড়িয়া বলরাম কর্তৃক নিহত হইল তাহা পর্দ্দার গায়েই দেখিবেন।

এই বিপদের অবসান অন্তে বলরাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণর নিকট মণি দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণর নিকট মণি কোথায়? কেহই শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করিলেন না—সকলেই সন্দেহ করিলেন : শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণকে এই মিথ্যা কলঙ্ক হইতে কে রক্ষা করিবে? নর-নারায়ণের এমন ভক্ত কে আছে?

সঙ্গীতাংশ

উদ্ধব-এর গান

পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নারায়ণ
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি হরি
যুগে যুগে তব বারতা (তুমি)
ঘোষিছ ভারত ভূমে
নব নব রূপ ধরি
—তুমি হরি।

সুর : কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
রচনা : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যভামার সখীর গান

মঞ্জুরী নয়ন খোলো
লাজ কুণ্ঠিত গুণ্ঠন তোলো তোলো
তোমার বুকের ভাষা
কহিও কাণে
তোমার গোপন লিপি
পাঠায়ো প্রাণে।
তব সৌরভ রুদ্ধ দ্বারে
সারা নিখিলের যৌবন
উতলা হোলো !

রচনা : কৃষ্ণধন দে

উদ্ধব-এর গান

মা আমার এলি কিরে আজ
এই ভুবন মোহন সাজে সেজে
ওমা তোর রাতুল চরণ দেখব বলে
ব্যাকুল হ'য়ে র'য়েছি।

সুর : কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
রচনা : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ন্তীর গান

(সখি গো) চারু চাঁদ আজি উদিল
তোমার হৃদয় গগন ভালে—
নিবিড় করিয়া বাঁধিবে এবার
প্রেম কিরণ জালে।
(ও তোর) তিমির আঁধার কাটিল সখি
—সুধাকর-কর-পরশ লাগি'
—তিমির আঁধার কাটিল সখি।
সে চাঁদ তোমার প্রাণ-শতদলে
—প্রেম সুধারস ঢালে।

সুর : ধীরেন দাস
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

জয়ন্তীর গান

হায় সখি মোর মরা হবে না।
আমার সখীর মরণ না দেখে
হায় সখি মোর মরা হবে না।
সখি গো—
যে জন অবোধ বুঝেও বোঝে না,
আমি কি বোঝাবো তারে
ধূলি হ'তে যত টেনে তুলি তারে
পড়ে যায় বারে বারে।

সুর ঃ ধীরেন দাস
রচনা ঃ নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

সত্যভামার গান

সোণার আলোর রথে
আমারে লইতে তুলি'
আসিবেরে প্রিয়তম
দখিন দুয়ার খুলি।
আমার মানস বাগে
ফুল ফোটে অনুরাগে,
পুলকে শিহরি' জাগে
বাসনা মধুপগুলি।

সুর ঃ ধীরেন দাস
রচনা ঃ নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

জাম্ববতীর সখীদের গীত

সাঁঝের আঁধার এল গগন ছেয়ে
দেওগো দুয়ার খুলে
জ্বালাও এবার কনক প্রদীপগুলি
পূজার বেদীমূলে।
তারই লাগি ফোটে তারার হাসি
তাঁরেই স্মরি' পবন বাজায় বাঁশী
তার চরণের পরশ লাগি
ভরল কানন ফুলে।

সুর : ধীরেন দাস
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

উদ্ধবের গান

মিছেই আমি খুঁজে তোমায়
বেড়াই বাহির পানে
আসন তোমার মন-দেউলে
পরাণ নাহি জানে।
বাহিরের ঐ রূপের মায়ায়
মিছেই আমার পরাণ ভুলায়
হৃদয় আলো অরূপ-রূপে
তবু না মন মানে।
অন্ধ আমি আপন হারা
মুক্ত কর পাষাণ কারা
দেও সাড়া হে অরূপ রতন
হৃদয় বীণার তানে।

সুর : মৃণাল ঘোষ
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

সত্যভামার গীত

মম যৌবন ফুল ব'নে
ফুটেছে কমল সম
মোহিত ক'রেছে মোরে
তব রূপ অনুপম।
বাসনা মধুপগুলি
তোমারে ঘেরিয়া নাচে
প্রেম-সুরভি তব
সুধা ঢালে প্রাণে মম।

সুর : ধীরেন দাস।
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

যাদব পুরাঙ্গনাগণের গীত

লাজ কুণ্ঠিত আঁখি তোল সখি
এসেছে পরম রাতি
তিমির দুয়ার খুলে এল তব
সুন্দর চির সাথী।
বাঞ্ছিত দিন আসিল যে আজি
রূপ-রস-গানে আলোকেতে সাজি'
জ্বলিছে পুলকে অন্তর লোকে
প্রেম-কনক-বাতি।

রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

উদ্ধবের গীত

ওরে পান্থ, ও তোর
পথের বোঝা নামা
খেয়াঘাটে এসে এবার
চলার বাঁশী থামা।
পারে ব'সে ডাক্‌ছে মাঝি
কে যাবি পারে';
পারের বাঁশী থাকি থাকি'
ঐ যে ফুকারে।
পারে যাবার সময় হ'ল
চলার বাঁশী থামা।
বহুদূরের পথ বেয়ে তুই
এলি খেয়াঘাটে
আর মিছে তুই ভাবিস্
(ও তোর) বৃথা সময় কাটে।

সুর : মৃণাল ঘোষ
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

নেপথ্য সঙ্গীত

জাগো হে
রঞ্জিত নবারুণ জাগো!
ঘোর তিমির নাশি'
হেমরূপ পরকাশি'
তেজোময় নবভানু জাগো!
পুণ্য প্রভাতে আজি জাগো।
দীপ্ত আলোক লয়ে জাগো!
পূরব উদয়াচলে জাগো!
হে রুদ্র, ভাস্কর জাগো!

সুর : মৃণাল ঘোষ
রচনা : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Released with Harjit(S)

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA